জাহান্নাম সিরিজ-২

ইয়াস্‌লা(يَصْلَى)

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ" ইয়াস্‌লা يَصْلَى" অর্থ আগুনে পোড়ানো to burn দগ্ধ করা।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন নিসা

১) তাদেরকে (অন্যায়ভাবে এতিমের মাল গ্রাসকারী) দগ্ধ করা হবে জ্বলন্ত আগুনে।

সুরা ৪ আন নিসা, আয়াতঃ ১০

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের ধন-সম্পত্তি গ্রাস করে, নিশ্চয়ই তারা স্বীয় উদরে অগ্নি ব্যতীত কিছুই ভক্ষণ করে না এবং সত্বরই তারা অগ্নি শিখায় উপনীত হবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা ইবরাহীম

২) জাহান্নামে, আর সেখানেই তারা দগ্ধ হওয়ার জন্য প্রবেশ করবে।

সুরা ১৪ ইবরাহীম, আয়াতঃ ২৯

جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾

জাহান্নামে, যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে কত নিকৃষ্ট এই আবাস স্থল।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা বনী ইসরাঈল

৩)পরে তাদের (যারা নগদ দুনিয়া পেতে চায়) জন্য নির্ধারণ করি জাহান্নাম, তাতেই তারা দগ্ধ হওয়ার জন্য প্রবেশ করবে নিন্দিত ও ধিকৃত অবস্থায়।

সুরা ১৭ বনী ইসরাঈল,আয়াতঃ ১৮

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ

جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾

কেউ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে থাকি; পরে তার জন্যে জাহান্নাম নির্ধারিত করি, সেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায়।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা ইয়াসীন

৪) এতেই (জাহান্নামে) আজ দগ্ধ হওয়ার জন্য প্রবেশ কর, কারণ তোমরা কুফরী করেছিলে।

সুরা ৩৬ ইয়াসীন,আয়াতঃ৬৪

اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٦٤﴾

আজ তোমরা এতে প্রবেশ কর; কারণ তোমরা একে অবিশ্বাস করেছিলে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা সোয়াদ

৫) তা হলো জাহান্নাম। তাতেই দগ্ধ হওয়ার জন্য প্রবেশ করবে তারা, আর সেটা কত যে নিকৃষ্ট বিশ্রামাগার।

সুরা ৩৮ সোয়াদ,আয়াতঃ ৫৬

جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾

জাহান্নাম,সেথায় তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আত্ তুর

৬) এতে দগ্ধ হওয়ার জন্য প্রবেশ করো, এর আযাব তোমরা সহ্য করতে পারো বা না পারো দুটোই সমান।

সুরা ৫২ আত্ তুর, আয়াতঃ ১৬

اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ
مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾

তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা এতে ধৈর্য ধর আর না ধর উভয়ই তোমাদের জন্যে সমান। নিশ্চয়ই তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে যা তোমরা করতে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল মুজাদালা

৭) তাদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। তাতেই তারা দগ্ধ হবে, আর সেটা কত যে, নিকৃষ্ট আবাস।

সুরা ৫৮ আল মুজাদালা, আয়াতঃ৮

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَ
يَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ ۫ وَ اِذَا جَآءُوْكَ
حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ۙ وَيَقُوْلُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ
بِمَا نَقُوْلُ ؕ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٨﴾

তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য কর না, যাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করতে নিষেধ করা হয়েছিল; অতঃপর তারা যা নিষিদ্ধ তারই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচারণ, সীমালঙ্ঘন এবং রাসুল(সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণের

জন্যে কানাঘুষা করে। তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তারা তোমাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন (সালাম)করে যার দ্বারা আল্লাহ তোমাকে অভিবাদন করেননি। তারা মনে মনে বলেঃ আমরা যা বলি তার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? জাহান্নামই তাদের উপযুক্ত শাস্তি যেখানে তারা প্রবেশ করবে, কতনিকৃষ্ট সেই আবাস!

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল ইনফিতার

৮) তারা দগ্ধ হওয়ার জন্য প্রবেশ করবে তাতে (জাহিমে) প্রতিদান দিবসে।

সুরা ৮২ আল ইনফিতার, আয়াতঃ ১৫

يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿١٥﴾

প্রতিদান দিবসে তারা তাতে প্রবেশ করবে;

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল ইনশিকাক

৯) এবং সে দগ্ধ হবে জ্বলন্ত আগুনে।

সুরা ৮৪ আল ইনশিকাক, আয়াতঃ ১২

وَّ يَصْلٰى سَعِيْرًا ﴿١٢﴾

এবং জ্বলন্ত অগ্নিতেই সে প্রবেশ করবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল আ'লা

১০) সে প্রবেশ করবে এবং দগ্ধ হবে সাংঘতিক(greatest) আগুনে ।

সুরা ৮৭ আল আ’লা, আয়াতঃ ১২

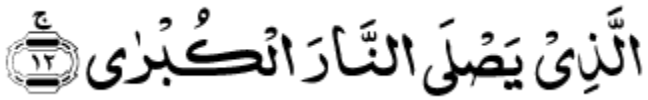

সে বৃহৎ অগ্নিতে প্রবেশ করবে,

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল গাশিয়া

১১) তারা প্রবেশ করবে দগ্ধ হওয়ার জন্য জ্বলন্ত আগুনে।

সুরা ৮৮ আল গাশিয়া, আয়াতঃ ৪

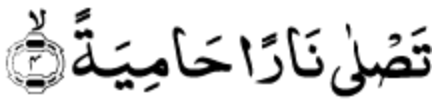

তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে;

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল লাইল

১২) তাতে দগ্ধ হওয়ার জন্য কেউ প্রবেশ করবে না দুর্ভাগা ছাড়া।

সুরা ৯২ আল লাইল,আয়াতঃ ১৫

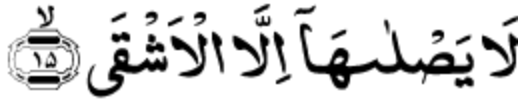

নিতান্ত হতভাগ্য ব্যতীত কেউ তাতে প্রবেশ করবে না,

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল লাহাব

১৩)অচিরেই তাকে পোড়ানো হবে আগুনের লেলিহান শিখায়।

সুরা ১১১ আল লাহাব, আয়াতঃ৩

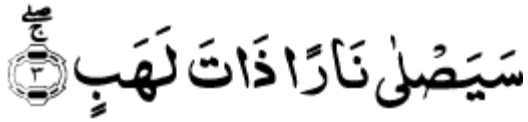

অচিরেই সে লেলিহান শিখাময় জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে,

১৪)পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সুরা আল হাক্কাহ

তারপর নিক্ষেপ করো জাহিমে।

সুরা ৬৯ আল হক্কাহ,আয়াতঃ৩১

ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٣١﴾

অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন নিসা

১৫) যে কেউ সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে এবং যুলুম করে তা করবে, আমি তাকে নিক্ষেপ করবো আগুনে।

সুরা ৪ আন নিসা, আয়াতঃ ৩০

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّ ظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ؕ وَ كَانَ

ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

আর সীমা অতিক্রম করে ও অত্যাচার করে যে এ কাজ করে, ফলতঃ নিশ্চয়ই আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো এবং এটা আল্লাহর পক্ষে সহজসাধ্য।

১৬) যারা আমার আয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করে, অচিরেই আমি তাদের দগ্ধ করবো আগুনে। যখনই তাদের চামড়া দগ্ধ হয়ে যাবে,

তখনই নতুন চামড়া দিয়ে তা বদল করে দেবো যাতে করে তারা লাগাতার আযাবের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে।

সুরা ৪ আন নিসা, আয়াতঃ৫৬

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ
جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾

নিশ্চয়ই যারা আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে তাদেরকে অবশ্যই আমি আগ্নিকুন্ডে দাখিল করবো; যখন তাদের চর্ম বিদগ্ধ হবে, আমি তৎপরিবর্তে তাদের চর্ম পরিবর্তিত করে দেবো যেন তারা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব জ্ঞানী , প্রজ্ঞাময়।

১৭) তাকে (সত্যত্যাগী) দগ্ধ হওয়ার জন্য প্রবেশ করাবো জাহান্নামে।

সুরা ৪ আন নিসা, আয়াতঃ ১১৫

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ
سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

আর সুপথ প্রকাশিত হওয়ার পর যে রাসুলের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং বিশ্বাসীগণের বিপরীত পথে অনুগামী হয়, তবে সে যাতে অভিনিবিষ্ট- আমি তাকে তাতেই প্রত্যাবর্তিত করবো ও তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো এবং ওটা নিকৃষ্টতম প্রত্যাবর্তন স্থল।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল মুদ্দাস্‌সির

১৮) অচিরেই আমি তাকে নিক্ষেপ করবো সাকারে।

সুরা ৭৪ আল মুদ্দাস্‌সির, আয়াতঃ ২৬,২৭, ২৮, ২৯

২৬)আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো,

২৭) তুমি কি জান “জাহান্নাম” কী?

২৮)ওটা তাদেরকে (জীবিতাবস্থায়) রাখবে না ও (মৃত অবস্থায়) ছেড়ে দিবে না

২৯)এটা তো শরীরের চামড়া ঝলসিয়ে দেবে,

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা মরিয়ম

১৯) তারপর তাদের মধ্যে জাহান্নামে দগ্ধ হওয়ার কে বেশী উপযুক্ত, তাকে তো আমি জানিই।

সুরা ১৯ মরিয়ম, আয়াতঃ৭০

ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾

তারপর আমি তো তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামের প্রবেশের অধিকতর যোগ্য তাদের বিষয় ভাল জানি।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আস্ সাফ্ফাত

২০) কেবল জাহিমে দগ্ধ হওয়ার জন্য প্রবেশকারীকে ছাড়া।

সুরা ৩৭ আস্ সাফ্ফাত,আয়াতঃ ১৬১, ১৬২, ১৬৩

فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ ﴿١٦١﴾ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ ﴿١٦٢﴾

اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ ﴿١٦٣﴾

১৬১)তোমরা এবং তোমরা যাদের ইবাদত কর তারা-

১৬২)তোমরা কেউই আল্লাহ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবে না।

১৬৩)শুধু জাহান্নামে প্রবেশকারীকে ব্যতীত।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃসুরা সোয়াদ

২১) তারা তো আগুনেই দগ্ধ হবে।

সুরা ৩৮ সোয়াদ,আয়াতঃ৫৯

هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ۭ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿٥٩﴾

এ তো এক বাহিনী, তোমাদের সাথে (জাহান্নামে) প্রবেশকারী, তাদের জন্যে নেই অভিনন্দন, তারা তো জাহান্নামে জ্বলবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল মুতাফ্‌ফিফীন

২২) তারপর তারা অবশ্যই প্রবেশ করবে দগ্ধ হওয়ার জন্য জাহিমে।

সুরা ৮৩ আল মুতাফ্‌ফিফীন, আয়াতঃ ১৬

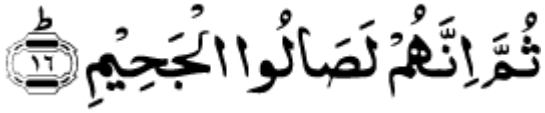

নিশ্চয়ই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে;

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল ওয়াকিয়া

২৩) আর জাহিমের দহন।

সুরা ৫৬ ওয়াকিয়া, আয়াতঃ ৯২, ৯৩, ৯৪

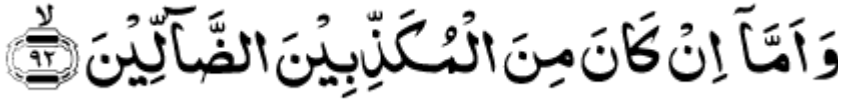

৯২)কিন্তু সে যদি মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ও বিভ্রান্তদের অন্যতম হয়,

৯৩)তবে রয়েছে আপ্যায়ন টগবগে ফুটন্ত পানির দ্বারা,

৯৪)এবং দহন জাহান্নামের;

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,দুনিয়ায় যদি আমাদের কাউকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করা হয় তাহলে আমরা প্রাণপন চেষ্টা করবো সে আগুন থেকে বাঁচার জন্য।তাই আসুন , বিচারের দিনের সেই ভয়াবহ আগুনে নিক্ষেপের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমরা ঈমান ও সহীহ আ'মল করি এ দুনিয়ার জীবনে।

আল্লাহ আমাদেরকে পরকালে আগুনের নিক্ষেপ থেকে রক্ষা করুন।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....